দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 26 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির মৌন মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভিসি ও প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবিতে মৌন মিছিল করেছে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। গতকাল (সোমবার) দুপুরে ভিসি প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম ও প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমানের পদত্যাগের দাবিতে তারা এই কর্মসূচি পালন করেন। মৌন মিছিলে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মুজিবুর রহমান, সহ-সভাপতি প্রফেসর মাকসুদ হেলালী, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আশরাফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, ট্রেজারার প্রফেসর আতাউর রহমানসহ দুই শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন। মিছিল শেষে বুয়েটের শহীদ মিনারে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মুজিবুর রহমান বলেন, "আমরা আমাদের দাবি আদায়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছি। বুয়েটের শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতে ভিসি-প্রো-ভিসির পদত্যাগ করা উচিত। তিনি বলেন, আমাদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ৩০ জুনের মধ্যে পদত্যাগ না করলে শিক্ষক সমিতির পরবর্তী সাধারণ সভায় নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে নামবো।

বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসির বিরুদ্ধে নিয়োগে দলীয়করণ, স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপান ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার প্রিভেনশন এন্ড আরবান সেফটির (জিডপাস) একজন প্রভাষক নিয়োগে যোগ্যতর প্রার্থীদের বাদ দিয়ে শেরেবাংলা হলের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহীনুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান, দুর্নীতির মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ, স্বজনপ্রীতি নিয়োগ জটিলতা, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে বৈষম্যমূলক আচরণ, অভ্যন্তরীণ পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল প্রদানে বিশেষ গোষ্ঠীর কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সুবিধাপ্রদান, ছাত্রলীগের র‍্যাগিংয়ের নামে অত্যাচার, চাঁদাবাজি, তাণ্ডব ইত্যাদি চালানো এবং তা বন্ধ করার উদ্যোগ না নেয়া, গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলে বিধিবহির্ভূতভাবে সদস্য মনোনয়ন করে বুয়েট এ্যালামনাই ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন ও সংগঠনকে বিতর্কিত করাসহ ১৬ দফা অভিযোগ এনে গত ৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতি শুরু করে বুয়েট শিক্ষক সমিতি। পরবর্তীতে তারা ভিসি-প্রো-ভিসির পদত্যাগের এক দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বুয়েট শিক্ষকদের ধারাবাহিক কর্মবিরতির ফলে কার্যতই অচল হয়ে পড়ে বুয়েটের শিক্ষা কার্যক্রম। একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত থাকায় ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে যুক্ত হয় সেশনজট। এই পরিস্থিতিতে বুয়েট শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বুয়েট শিক্ষকদের বিভিন্ন অভিযোগের কথা শোনেন এবং তাদের দাবির ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন বলে জানান শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের ফলে এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে গত ৫ মে থেকে শিক্ষকদের কর্মবিরতি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। গত ১২ জুন আবারও নতুন করে আন্দোলনের কর্মসূচি শুরু করে শিক্ষক সমিতি। ওই কর্মসূচি থেকে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ভিসি-প্রো-ভিসির পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন তারা। অন্যথায় নতুন করে কঠোর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন তারা।